# নড়াইলে অর্ধশতাধিক বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন-ভাঙচুর, লুটপাট



ছবি: সংগৃহীত

নড়াইলের কালিয়ায় বিএনপির দুই নেতা হত্যার ঘটনার দুই দিন পর বেন্দারচর গ্রামে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার বিকেলে কালিয়া পৌরসভার এ গ্রামে এসব ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হামলাকারীরা একের পর এক বাড়ি ও দোকানে ভাঙচুর চালিয়ে মালামাল লুট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোর মধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তির বাড়িও রয়েছে।

কালিয়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির জানান, শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে বেন্দারচর গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। তবে যাওয়ার পথে সড়কের বিভিন্ন স্থানে গাছ ফেলে রাখায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আটকে যায়। বাধা সরিয়ে রাত ৮টার দিকে কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ততক্ষণে আগুন অনেকটাই নিভে গিয়েছিল।

হুমায়ুন কবিরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অন্তত ২০ থেকে ২৫টি বাড়ির অর্ধশতাধিক বসতঘর পুড়ে গেছে। বড়দিয়াবাজারের কয়েকটি দোকানেও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নড়াইল ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক শওকত আলীও বেন্দারচর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোর মধ্যে কালিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণপদ ঘোষ, পৌরসভার সাবেক মেয়র মুশফিকুর রহমান লিটন এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা এস এম শামীমের বাড়িও রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগুনে জ্বলতে থাকা বাড়িঘরের কয়েকটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

কালিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিন্নাতুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে তিনি ও থানার ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। সেখানে ১৫ থেকে ২০টি বাড়িতে ভাঙচুর এবং কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মধ্যে সাবেক সংসদ সদস্যের গ্রামের বাড়িও রয়েছে। কারা এ ঘটনায় জড়িত, তা পুলিশ তদন্ত করছে।

এ বিষয়ে কালিয়া থানার ওসি ইদ্রিস আলীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। নড়াইলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদার শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জানান, এ ঘটনায় বিস্তারিত জানিয়ে পুলিশ পরে বিবৃতি দেবে।

এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় কালিয়া পৌরসভায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে বিএনপির নেতাকর্মীরা একটি শোভাযাত্রা বের করেন। সেটি বেন্দারচর গ্রামের বটগাছ এলাকায় পৌঁছালে হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় কয়েকটি মোটরসাইকেলেও আগুন দেওয়া হয়।

ওই হামলায় কালিয়া পৌর যুবদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মফিজুর রহমান (৪২), পৌর কৃষক দলের সদস্যসচিব শাহিনুর মোল্লা (৪৫) এবং উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সোহেল মোল্লা (৩৫) আহত হন। তাঁদের কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় নেওয়ার পথে শাহিনুর ও সোহেলের মৃত্যু হয়। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলায় তাঁরা নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের।